শিক্ষার হেরফের

মেরুদন্ড ছাড়া যেমন মানুষ সোজা হয়ে দাড়াতে পারে না, শিক্ষা ছাড়া তেমনি কোনো জাতি সভ্যতা লাভ করতে পারে না। কিন্তু মানুষ সভ্য হয় কিসে বা কিভাবে? অবশ্যই শিক্ষার যথার্থ অর্জনই মানুষকে সভ্যতা দেয়। কিন্তু শিক্ষা অর্জনের পথটা যদি মসৃণ না হয় তবে ঐ শিক্ষা থেকে একটা জাতি কতটুকু সভ্যতা অর্জন করতে পারবে? আর বিদেশি বা ইংরেজি ভাষায় শিক্ষা লাভের প্রবণতাই আমাদের শিক্ষার পথটাকে অমসৃণ করে তুলছে।

আমাদের দেশে নির্দিষ্ট বিদেশী ভাষার কিছু একাডেমিক বই পড়া হয় শুধুমাত্র পরীক্ষা দিয়ে ভালো ফল পাওয়ার জন্য! তবে সেই বই গুলোর ভাবার্থ বুঝতে বা তা সম্পর্কে জানতে যে বই গুলোর সাহায্য দরকার তা পড়তে দেওয়া হয় না! আবার মানুষ মাতৃভাষায় কথা বলতে বা শুনতে যতটা স্বাচ্ছন্দ্য বা সহজবোধ করে অন্য ভষায় সেটা করে না। আবার যেকোন কাজ করতেই আনন্দ প্রয়োজন ! তেমনি শিক্ষা লাভের জন্যও আনন্দ প্রয়োজন। আর এভাবেই শিশুদের মানসিক ও কাল্পনিক বিকাশে বেশি ফল আসবে! শিশুদের কল্পনা শক্তি,তাদের প্রতিভা,সৃজনশীলতা এই অল্প কিছু কথিত ইংরেজি পাঠ্যপুস্তকের তলায় চাপা পরে যায়। যেখানে শিক্ষার জন্য পাঠ্যপুস্তক অনিবার্য। কিন্তু এই পাঠ্যপুস্তকের উদ্দেশ্য যদি হয় শুধুমাত্র একাডেমিক পরীক্ষায় পাশ ও ইংরেজিতে দক্ষ হয়ে ভালো চাকরি পাওয়া তাহলে তাকে পাঠ্যপুস্তক বলা যায় না। এখানে বিদেশি শিক্ষা লাভ করে ভালো টাকার চাকুরি পাওয়ার জন্যে বিদেশী ভাষার উপর জোড় দেওয়া হয়। এভাবে নিজের ভাষার সাহিত্য, সংস্কৃতি সম্পর্কে কারো চিন্তা ভাবনা সমৃদ্ধ হয় না। সুশিক্ষার জন্যে সুশিক্ষিত শিক্ষকেরও দরকার পড়ে। প্রাথমিক পর্যায়ের সময়টা আমাদের হাতেকলমে শিক্ষার আনন্দ উপোভোগ করার সময় সেখান থেকেই শিক্ষকমন্ডলি আমাদের উপর মুখস্থের বস্তা চাপিয়ে দেয় অর্থাৎ ছোট থেকেই আমরা মলাটবদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত হতে থাকি। কিন্তু শিক্ষকেরই বা কি দোষ? তারাও তো এভাবেই শিক্ষা অর্জন করে এসেছে। গোড়া থেকেই সবাই কোনো না কোনো ভাবে অর্থ উপার্জনের অওতায় আসতে চায়। কেউই চায় না শিক্ষার আনন্দটা উপভোগ করতে, নিজের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করতে বা নিজেকে সৃজনশীলভাবে গড়ে তুলতে। ইংরেজী ভাষা ও নিজের ভাষায় নিজেকে প্রকাশ করার মধ্যে তফাত অনেক। অথচ আমরা সবাই ছুটে চলেছি ইংরেজী ভাষার পিছনে। যেখানে আমরা নিজেকে যথার্থভাবে প্রকাশই করতে পারি না। আর এভাবে এই নিরস শিক্ষা জীবনে যারা শিক্ষিত হয় তাদের কে কখনোই সুশিক্ষিত বলা যায় না। ছোটোবেলা থেকেই যদি আমাদের ভাষাশিক্ষার পাশাপাশি ভাবশিক্ষা শেখানো হতো তাহলে হয়তো আজ

মানুষ হওয়ার জন্যে আলাদাভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হতো না।এই শিক্ষার সাথে জীবনের মিল খুজে বের করা ই আমাদের বর্তমান কাজ হয়ে দাড়িয়েছে,কিন্তু ইংরেজী যে শুধুমাত্র কাজের ভাষা, ভাবের ভাষা নয় তা আমরা নিজেরাই নিজেদের কে ভুলতে বাধ্য করছি। শিক্ষিত লোকেরা ভাব প্রকাশে বাংলা ভাষা ব্যবহার করতে অনিচ্ছা পোষণ করে।,,ফলে তারা মন থেকে নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে পারে না । এতো কিছুর মাঝে আমাদের আত্মার ভাষা এবং কর্ম জীবনের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে গিয়েছে। যার হেরফের ঘুচানো প্রায় অসম্ভব হয়ে দাড়িয়েছে।